Foreign Stage P4 **SATURDARY OCTOBER 9, 2021** **Puja During** Pandemic P2

IN BRIEF



IN INDIA

CONFIRMED: 8,440

DEATH : 117

VACCINATED: 4,603,203

WEST BENGAL

CONFIRMED: 784

DEATH: 6

VACCINATED: 359,796

Nainital, a mythical lake town

Apparently built on the lines of Cumbrian Lake District by the British, Nainital is one of Uttarakhand's most astonishing and popular hill stations. With its majestic views, Nainital is set in a valley around an eye-shaped lake, where, according to legend, the Goddess Sati's eyes had fallen.

Bustling markets with spectacular views of the hills essentially give Nainital a clear view to the upper reaches of the mighty Himalayas. With the scenic and bio-diverse Jim Corbett National Park just a two-hour drive from here, hordes of tourists tend to flock here at peak season which is generally between March-July

A HISTORICAL **JOURNEY**

I am always very excited to visit historical places in India. Last year, during my summer holidays, my parents decided to visit Hazarduari palace which is located in Murshidabad, West Bengal. This historical place is situated near the bank of the Ganga. It was built in the 19th century by Sayyid Mubarak Ali Khan II, popularly known as Humayun Jah (1810-1838). He was the Nawab of Bengal from 1824 to 1838 and succeeded by Mansur Ali Khan. I spent a wonderful time visiting several historical sites the palaces P2

Weather Forecast



Kolkata, West begal

SATURDAY Partly cloud

Temperature - 31°C Precipitation - 20% Humidy - 80% Wind - 5 km/h



এক একজন

লকাতার ২৫০ বছরের প্রাচীন ক্রিলা প্রতিমা তৈরির শিল্প, কুমোরটুলি কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শুভ মহালায়া অর্থাৎ পিতৃপক্ষের অবসানেই দেবীপক্ষের সূচনা হ্য়। শ্রী বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের তথ্য পাঠেই শুরু হয় বাঙালির দুর্গাপূজা। দুর্গোৎসব শুধু বাঙালি হিন্দুদের নয় সমস্ত ধর্মের মানুষদের ঐক্যবদ্ধ করার একটি মহোৎসব। প্রতিবছর বাংলায় এবং সারা

ভারতবর্ষ জুড়ে দুর্গা প্রতিমা যারা তৈরি করেন তাদের অধিকাংশই পুরুষ শিল্পী। তবে সময় বদলাচ্ছে, যদিও কুমোরটুলি এবং অন্য জায়গাকার মাতৃ প্রতিমা গড়ে তোলার মহিলা শিল্পীদের খ্যাতি পুরুষ শিল্পীদের তুলনায় খুবই কম , কিন্তু তারা এই পুরুষ শাসিত সমাজে জায়গা करत निष्ट्ये थीरत थीरत। আমরা কুর্ণিশ জানাই সেই সমস্ত মহিলা মুৎশিল্পীদের যারা পুরুষ শিল্পিদের মতই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মাতৃ প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন। তেমনই কয়েকজন মহিলা

বছরের এই কয়েকটা দিন, তিলোত্তমা নতুন

রূপে সেজে ওঠে। বাতাসে এক আলাদাই

সিঞ্চতা মেশানো গন্ধ পাওয়া যায়, সুদুরে

কোথাও ঢাকের বাদ্যি ভেসে আসে কানে,

সঙ্গে পেঁজা তুলোর মতো মেঘেরা জানান

দেয় মা আসছেন। তারই সঙ্গে বাঙালির ঘরে

ঘরে শুরু হয়ে যায় নতুন ভাবে বাঁচার আশা,

অনেক দিনের জং পড়ে যাওয়া সম্পর্ক গুলো

সতেজ হয়ে ওঠে, আনন্দ রাত জেগে শহর

ঘোরার, সব শুভ হওয়ার। অনেক দিনের

ধুলো পড়ে যাওয়া সেই বন্ধুদের গ্রুপটাতেও

শুরু হয়ে যায় প্ল্যানিং আগে নর্থ নাকি সাউথ

সেই নিয়ে চলে তর্ক। প্রবাসী সন্তানের

জন্য বাবা-মায়ের আবদার তাদের দেশে

ফেরার। এরই মধ্যে কিছু প্রেমিকদের মধ্যে

চলে অন্য রকমের আবেগ প্রেমময় অষ্টমীর

দিনটা কি ভাবে কাটাবে, চলতে থাকে

সেটা নিয়ে একটি পরিকল্পনা। আমরা যারা

অতীত ঘাঁটি তাদের এই কিছুদিন কাজ করে

একটা অন্যরকমের নস্টালজিয়া, ফিরে যাই

আমাদের ছোট বেলায়, যখন একটা ক্যাপ

এমন বাঙালি খুঁজে পাওয়া খুবই দুষ্কর।

বাগবাজার থেকে সরুচি সংঘ, শোভাবাজার

রাজবাড়ী থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পুরো শহর

ও বাংলা জুড়ে চলে মায়ের আগমনের

প্রত্যাশা। জীবনের সমস্ত অপূর্ণতা এই

কদিন পূর্ণতা পায়। এই বাংলা সাজে নিজের

মেয়ের ঘরে ফেরার আনন্দে, নতুন সূচনার

দুর্গাপুজোর অপেক্ষা করেনা

বন্দুক পেলেই পুজো হতো জমজমাট।

সংসার, পরিবার সামলেও এরা হয়ে উঠেছেন অনন্যা। কখনো নিজের ঘরেই করে তুলেছেন মূর্তি গড়ার স্টুডিও, কখনো আবার স্টুডিও কেই করেছেন তাদের ঘর। এনাদের জীবন কাহিনীতে কান পাতলে শোনা যায় নানা ঘটনা । কখনো নিজের পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষাতেই বেছে নিয়েছেন প্রতিমা তৈরীর কাজ আবার কখনো স্বেচ্ছায় হাতে ধরেছেন তুলি। শুধুমাত্র স্কুল-কলেজে শিক্ষা পেয়ে যে নারী শিক্ষার প্রসার হতে পারে এই ধারণা ভেঙে দিয়ে তারা করেছেন স্বতন্ত্র নারীদের নতুন নজির।

এরকম ভাবেই আজকাল বিভিন্ন ক্ষেত্রেই নারীরাও পুরুষ দের পাশাপাশি কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে নিজেদের প্রমাণ করে চলেছেন, সেটা শিক্ষাক্ষেত্র, ডাক্তার, মহাকাশ, ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্ত ক্ষেত্রেই দেবী দুর্গার আগমন আমদের বার বার মনে করিয়ে দেয় , যে সমাজের আসল শক্তি রূপে যাদের পুজো হওয়া উচিত তিনি একজন নারী, অথচ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই নারীরাই বিভিন্ন কারণে



আশা করি সমাজ নারী এবং প্রক্ষের সমান অধিকার নিয়ে বারং বার বিবেচনা করবে এবং নারী আর পুরুষের অধিকার

সঠিক ভাবে অনুধাবন করবে ।



नम्छोनिक्षिय़ा वर्थी९ वाश्नाय़ वनला वना याय অতীত আর্তি, কিংবা বলা যায় স্মৃতিবেদনা বা গহাকলতা অর্থাৎ যাবতীয় যা কিছই দিন শেষে, মাস শেষে, বছর শেষে ঘরে ফেরবার কারণ হবার জন্য যথার্থ তা সবটাই এই গৃহাকুলতা। যেমন ধরুন আপামর বাঙালীর কাছে দুগ্গাপুজো হলো নস্টালজিয়ার বিশেষ উদাহরণ । সত্যিই তো পেঁজা তুলোর মতো মেঘ, ঢাকের বাদ্যি, " এই বারে মা যেন কিসে আসছে? দোলায়?" ,"মহালয়া এসব তো বাঙালীর আবেগই বটে। আমরা বাঙালীরা মা দুর্গা কে দুগ্গা বলি। নবপত্রিকাকে কলাবউ হিসেবে দেখি আর গণেশের বউ বানিয়ে ফেলি, হাজারো ভুল ত্রুটি করি .. কারণ আমরা মা দূর্গার পূজা নয় আমাদের ঘরের মেয়ের দুগ্গার বাপের বাড়ি আসা উদযাপন

করি।আমরা মাতৃ চক্ষুদানের অপেক্ষা করতে ভুলিনা। ভুলিনা অষ্ট্রমীর ভোগ, সন্ধিপুজো ..আবার আধুনিক বাঙালী ভোলে না রঙিন আলো, জলের নেশায় মন প্রাণ উৎসর্গ করতে, আবার তার নাম দেয় " সেলিব্রেশন" এই এতো আড়ম্বড়, রঙিন আলোয় ঝকমকে পথ, সবকিছুর মধ্যে আমরা শুধু একটা জিনিস ভুলে যাই , আমরা ভুলে যাই মাতৃপক্ষ সকল দুগ্গার, শুধু প্যাণ্ডেলের মাটির মূর্তির জন্য মাতৃপক্ষ নয়। মাতৃপক্ষ সেই দুগার যে দুগা পুজোর দিনে হেঁশেল ঠেলতে, তুলসী থানে প্রদীপ দিতে ভোলে না। মাতৃপক্ষ সেই দুগার যে দুগা পুজোরদিনে রাস্তার ধারে তেলেভাজার দোকান দেয়, যে দুগ্গা রাস্তার গাড়ি চলাচল সামলে রাখে, যে দুগা পুজোরদিনে বৃদ্ধাশ্রমে বসেও বলে " মাগো আমার খোকাকে দেখে রেখো", যে দুগ্গা কোনো এক রাতে মানুষরূপী পশুর

দুগ্গা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত ক্যামেরার সামনে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার লড়াই চালায়, যে দুগ্গা পুজোরদিনেও অপেক্ষা করে তার দুয়ারে কখন বাবুরা আসবে। কত সহজেই আমরা এমন অনেক দুগাদের নাম দিই - মোটা, কালো, নির্লজ্জ, চরিত্রহীনা, বেশ্যা, অলক্ষ্মী অপয়া, আপদ, ডাইনি, অলক্ষ্মী ইত্যাদি ইত্যাদি....তাইনা?

কত সহজে আমরা এই দগ্নাদের ছঁয়ে ফেলি সযোগ পেলেই। লালসা ভরা চোখ দিয়ে লেহন করে ফেলি শাড়ির মধ্যে থেকে উঁকি মারা মাংসপিও। কত সহজে আমরা ভোগ করি তাদের। কত সহজে তাদের ঘেরা টোপে বেঁধে ফেলি কত সহজেই তাদের ছুঁড়ে ফেলতে পারি মোহ ফুরোলেই। অথচ এই আমরাই প্রতিমার পায়ে পেগ্লাম ঠকি, আশীর্বাদ চাই, বিপদে পড়লে মা মা বলে পায়ে লুটোপুটি খাই।

আসলে বেপরোয়া দুগারা এ সমাজে লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাদের দিকে আঙুল ওঠে, তাদের পেশা, পোশাক, সোজাগোজ, অপরকে দেওয়া জবাব নিয়ে। আর তাই তারা এ সমাজে আর প্রতিমার ন্যায় পজ্যো হয়ে ওঠে না। আসলে, আমাদের বিস্বাস ও বাস্তবে অনেক ফারাক। সমাজের দূর্গা কেবলই মাটির, আমার দুগা আমরা

তবু বলি ও দুগ্গা তুই বেপড়োয়াই হ, তুই দাম্ভিক হ, তুই নির্লজ্জ হ, তুই আমার

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জুড়ে দুর্গাপূজা উদযাপন



মৌসুমী দাস

ইছামতীর তীরে অবস্থিত ও বাংলাদেশকে পৃথক করে। বাংলার মতোই টাকীও মেতে উঠে দুর্গাপূজায়। পাড়ায় পাড়ায় গান, আলোর রোশনাই মিলিয়ে এক ব্যাপার এছাডাও আছে বনেদিয়ানা আর ইতিহাসের মিশেলে রায়চৌধুরী পরিবারের পুজো। এখানকার লোকজন বলে পুবের বাড়ির পুজো। আগে অবিভক্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে রায়চৌধুরীদের পুজো দেখতে ভিড় জমত। মোষ বলি দেওয়ার রীতি থাকলেও আইনের কড়াকড়িতে তা বন্ধ। এখন চালকুমড়ো বলি হয়। দশমীতে ঠাকুর দালান থেকে বরণ হয়ে কাঁধে করে ইছামতীর ঘাটে নিয়ে যাওয়া হয় মাকে। ইছামতীর তীরে দাঁডিয়ে প্রতিমা বিসর্জনের দশ্য টাকীর অন্যতম আকর্ষণ। দূর দূরান্ত থেকে মানুষ ছুটে আসে এই উপভোগ করতে। পুজোর

অন্যান্য জায়গা থেকে আলাদা করে প্রতিবেশীদের বিসর্জনের জন্য টাকীর বাসিন্দাদের পাশাপাশি বাংলাদেশ সীমান্তের ওপারের জেলা সাতক্ষীরার বাসিন্দাবাও প্রস্তুত থাকেন।

অধিবাসীরা তাদের নিজ নিজ নৌকায় প্রতিমা স্থাপন করে এবং আন্তর্জাতিক বরাবর নদীর মাঝখানে ভাসমান সীমান্ত নিরাপত্তা নৌকা পর্যন্ত যাত্রা করে। সেখানে তারা একে অপরের দিকে হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করে এবং সমস্বরে বলে ওঠে "আসছে বছর আবার হবে"। মাত্র এই একটি দিনের জন্যই ভূ -রাজনীতি দ্বারা বিভক্ত দুই দেশের নাগরিকরা একত্রিত হয়ে ঐতিহ্য উদযাপন করে। এই যৌথ উদযাপনের

প্রথা কয়েক দশক আগের, ২ হাজার দশকের গোড়ার দিকে দুই দেশের বাসিন্দারা নদীমাতৃক সীমানা অতিক্রম প্রতিবেশী দেশে আসতে পারত. শুধুমাত্র বিসর্জনের সন্ধ্যেতেই। দুই দেশেই নদীর পাড়ে ছোটো মেলা বসত। টাকীর বাসিন্দারা প্রতিবেশী

আরও নানারকম জিনিস কিন্ত। অপরদিকে প্রতিবেশী বাসিন্দারাও তেল, সাবান, বোরোলিন এসব কিনত। এই সফরে অনেকেই সীমান্তের ওপারে অনেক বন্ধুত্ব পাতায়, হিন্দু বা মুসলমান তারা সর্বদা সর্বোত্তম আতিথেয়তার সাথে আচরণ করে। সীমান্তরক্ষীরা এই সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি ঘোষণা করে। বাসিন্দারা তাদের নিজ নিজ নৌকায় উঠে নদী পার হয়ে তাদের দেশে ফিরে আসতেন। দর্শনার্থীদের জন্য পাসপোর্ট-চেক বা এন্ট্রি পাস ছিল না। টাকির বাসিন্দাদের মতে, এর অন্তরে একটি অন্তর্নিহিত বিশ্বাস ছিল।

২০১১ সালের মে মাসে পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে। বাংলাদেশের সঙ্গে আরও ভালো সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এই দল টাকিতে একটি মিলন মেলার আয়োজন করে। বিসর্জনের দিনটি উৎযাপনের জন্য। এবং বিসর্জনের দিন সীমান্তের নিয়ম শিথিল করার অনুমতি দেয়। এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, হাজার হাজার লোক উৎসবের আড়ালে ভারতে প্রবেশ করে চাকরির সন্ধানে। তাই পরবর্তী তিন বছরের জন্য এই মিলন উৎসব প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল।

টাকির প্রৌঢ় বাসিন্দারা এখন অনেক দুঃখ করে বলেন, পরবর্তী প্রজন্ম কখনই আমরা যে আনন্দ অনুভব করেছি তা জানতে পারবে না। আমাদের জন্য, বিসর্জন প্রতিমা গ্রহণ এবং নদীতে ফেলে দেওয়ার বিষয়ে ছিল না। এটা ছিল মানুষের সাথে আলাপচারিতার অন্য প্রান্তে যাত্রা করা। সৌহার্দ্য এখন কমে গেছে। এটি এখন একটি আনুষ্ঠানিকতা বলে মনে হয়।

পেটকাটি দুর্গা পূজা! শুনেছেন?

হ্যাঁ, পেটকাটি দুর্গা? সে আবার কেমন দুর্গা! পেটকাটি এই নাম কেন? তাহলে সে ্ পেটকাটি দুর্গার সৃষ্টি কি করে হলো বলি। এর মাহাত্মই বা কি? এটা কিন্তু গল্প নয় একেবারে সত্যিকারের।

পশ্চিমবঙ্গের মূর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমায় রঘুনাথগঞ্জ শহরের অদূরে গদাইপুর গ্রাম। একেবারেই আজ ও প্রত্যন্ত গ্রাম। পাস দিয়ে ভাগীরথী নদী বয়ে গেছে, চারিদিকে চাষ আবাদের জমি কিছ ব্রাহ্মণ পরিবার ও কিছ গোয়ালাদের বসবাস, তাদের একমাত্র জীবিকা গরু-মোষ পালন ও চাষাবাদ , তার মধ্যে খানে রয়েছে একটি মাত্রই মন্দির।

প্রায় পাঁচশত বছরের পুরনো এই পুজো। বনেদি ব্রাহ্মণ পরিবারের ব্যানার্জি বাড়ির দুর্গাপুজো। নিত্য দিন সেবাইতের বাচ্চা মেয়ে লাল পাড় সাদা শাড়ি পড়ে সন্ধ্যা-প্রদীপ দিত। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যার পর মেয়েটিকে আর কোথাও দেখা যায়নি। মেয়েটিকে গ্রামের কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি, সেইরাতে দেবীদুর্গা সেবাইত কে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বলে যে তিনি অতি সুন্দরী লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা মেয়েটিকে দেখে লোভ হয়েছিল তাই সে তাকে গিলে খেয়েছে, তার মখে মেয়েটির শাড়ির সামান্য আঁচল বেরিয়ে আছে, তার পেট কেটে মেয়েটিকে বার করার আদেশ দেয়। সেই আদেশ মতো গ্রামের সকলে মন্দিরে গিয়ে দেখে দেবী দূর্গার মখে শাডির আঁচল বেরিয়ে আছে। এবার দেবীর স্বপ্লাদেশ মত মেয়েটিকে দেবীর পেট কেটে বার করা হয় এবং তার পায়ের লোহার শিকল বেঁধে দেওয়া হয়।



সেই থেকে দেবী দুর্গার নামকরণ হয় মা পেটকাটি। এই প্রতিমার মূর্তি এখনো এক চালির মধ্যে তৈরি করা হয়। মুখে শাড়ির আঁচল পেটকাটা এবং পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় প্রতিমা তৈরি করে পূজিত হয়। রথের দিন থেকেই কাঠামো পুজো করে প্রতিমা তৈরীর কাজ শুরু হয়ে যায়।ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত গোটা গ্রাম উৎসবে উল্লাসে মেতে ওঠে। অনেক বড় করে মেলা বসে। নবমীর দিন আগে মোষ বলি হত এখনো যদি কেউ করে তাহলে মোষ বলি দেয়। একশোর বেশি পাঠাবলি এবং আখ, চাল কুমড়ো, কলা বলি হয়।

এই হাডিকাঠ এর পাশে সেই মেয়েটির সমাধিস্থ করা আছে। দূরদূরান্ত থেকে বহু লোকজন ঠাকুর দেখতে আসে। দশমীর রাতে সে যতই দুর্যোগ হোক না কেন নৌকা করে গঙ্গা বক্ষের ওপর দিয়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে ঠিক রাত বারোটার সময় মাকে আনা হয়। পরদিন ভোর চারটে থেকে বেলা দশটা পর্যন্ত গঙ্গাবক্ষে

বাইচ হয়। গঙ্গা নদীর দুই পাড়ে কয়েক হাজার মানুষের সমাগম হয় ও ভাগরথী ব্রিজের ওপর কয়েক হাজার লোকের ভিড উপচে পড়ে। মা পেটকাটি কে দেখার জন্য। ঘড়ির কাঁটা যখন প্রায় বেলা দশটার দিকে এগিয়ে আসবে তখন রঘুনাথগঞ্জ মহাশাশানের সামনের দিকে এগিয়ে যায় এবং যখন ঠিক বেলা দশটার সময় মহাশাশানে সামনে মাঝ গঙ্গায় একই জায়গায় মা পেটকাটির বাঁধন নিজে আলগা হয়ে মা নিজেই নিজে নিরঞ্জন হয়। এরপর ব্যানার্জি বাড়ির পুরোহিত বংশ পরম্পরায় যিনি পূজার দায়িত্বে থাকে তিনি এক ডুবে গঙ্গা স্নান করে ঘটে জল নিয়ে পায়ে হেঁটে মহাশাশান থেকে পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা দিয়ে মাথায় করে সেই ঘট নিয়ে গদাইপুর মন্দির যান।যতদূর রাস্তা হেঁটে যায় রাস্তার দুই ধারে প্রচুর মানুষ মায়ের ঘটে প্রণামী দিয়ে নিজের মনোবাসনা জানান। এই ঘটের জল দিয়ে সারা বছর পুজো হয় এবং পরের বছরের প্রতিমা তৈরি। সারা পৃথিবী জুড়ে এই পেটকাটি মা বিখ্যাত।

বীরেপ্রকৃষ্ণ ভগ্না

মহালয়ার ভোরে বাঙালির ঘুম ভাঙে শাঁখের ধ্বনি, তবলা, আর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের চন্ডীপাঠে। আধো ঘুমে রেডিওতে কান পাতা বাঙালির এক শাশ্বত অধ্যায় 'মহিষাসুরমর্দিনী'। যে অনুষ্ঠান ভনে বাঙালির মনে আজও বৈজে ওঠে আগমনীর সুর। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের স্তোত্রপাঠের গাম্ভীর্যে মুখরিত হয়ে ওঠেন তাঁরা। হাজারো লড়াই ছাপিয়ে এখানে বাঙালির কোনো বিভেদ নেই। এমনই এই বেতার অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য, যে আপামর বাঙালি চিরকালই রেডিওর ভোরের এই অনুষ্ঠানকে 'মহালয়া' বলে উল্লেখ করে থাকেন, যখন আমরা সকলেই জানি যে মহালয়া হলো তিথি। পিতৃপক্ষের শেষ, দেবীপক্ষের শুরু। আর এই দেবীপক্ষের আগমনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে থাকেন যিনি, তিনি বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র।

১৯০৫ সালের বীরেন্দ্রকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। বাবা কালীকৃষ্ণ ভদ্র এবং

মিত্র লেনের বাড়িতে আসেন খুবই ছোট বয়সে। বাড়িটি কিনেছিলেন তাঁর ঠাকুমা। তাঁর উপার্জিত অর্থে। পঞ্জাবের নাভা স্টেটের মহারানির প্রাইভেট টিউটর হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন তিনি। সেই সময়ের নিরিখে তিনি ছিলেন উচ্চশিক্ষিতা। ইংরেজি, সংস্কৃত জানতেন। ঠাকুমার কাছেই সংস্কৃতের প্রথম পাঠ বীরেন্দ্রর। বাড়ির কাছেই তেলিপাড়া লেনে কয়েক জন ছাত্রকে নিয়ে একটি প্রাইভেট স্কুল শুরু করেছিলেন রাজেন্দ্রনাথ দে। তিনি সাত্ত্বিক মানুষ, মাছ-মাংস খেতেন না। ছোট বীরেনকে খুব স্নেহ করতেন। ওঁর বাড়িতেই দশ বছর বয়সে প্রথম চণ্ডীপাঠ করেন ছোটবেলা থেকেই

স্মৃতিশক্তি প্রখর ছিলেন বীরেন্দ্রের। ভাল আবৃত্তি করতে পারতেন। এক বার রাজেনবাবু এক আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় বীরেনের নাম निथिए एन। 'वीताञ्चना कावा' ছিল আবৃত্তির বিষয়। মাঝে মাঝেই তাগাদা দিতেন, মুখস্থ কত দূর হয়েছে জানার জন্য। তবে 'আজ

তিন-চার দিন আগে ভ্র্শ হল ছেলের। চল্লিশ পাতার কবিতা মুখস্থ করতে হবে। আত্মবিশ্বাস ছিল একটু বেশি। শিখেও ফেললেন নির্দিষ্ট দিনের আগেই। প্রতিযোগিতায় দু'-চার পৃষ্ঠা বলার পরেই থামতে বলা হয় বীরেনকে। তবে তাঁর উচ্চারণ শুনেই হোক বা মুখস্থ শক্তির পারদর্শিতা দেখে— এক বিচারক আরও কিছুটা অংশ শোনাতে বলেন তাঁকে। সেই প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছিলেন বীরেন।

স্কুলে দুষ্টুমিও ছিল তাঁর অভিনব। এক বার নকল টিকি চুলের সঙ্গে বেঁধে রেখেছিলেন। আর গরু লেজ দিয়ে যে ভাবে মাছি তাড়ায়, সে ভাবেই ছটফট করছিলেন ক্লাসে। বাকি ছাত্ররা হেসে লুটোপুটি। কিন্তু স্যরের চোখে পড়তেই সমূহ বিপদ। বেশ কয়েকটা চড়-চাপড় খেতে হয়েছিল তাঁকে। আবার ক্লাসে নতুন কেউ এলে ল্যাং মেরে ফেলেও দিতেন।

তবে মা সরলাসুন্দরী দেবী। রামধন করছি, কাল করছি' বলে বীরেন একেবারেই উৎসাহ পেতেন

বীরেন। সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, টেনিস... কিছুতেই ना। निर्जरॆ निर्थरहन, "पूष् পর্যন্ত ওড়াতে গিয়ে দেখেছি আমি অন্য কারও ঘুড়ি কাটতে পারতুম না। এক বার ফুটবল খেলতে গিয়েছিলুম গড়ের মাঠে। वावा वललन, ७ यव (थलार्टेना ছেড়ে দাও। ব্যস, সেখানেই ওই খেলাতেও ইতি।"

১৯২৮ সালে পাশ করে বাবার এক বন্ধুর সুপারিশে যোগ দিলেন ইস্ট ইভিয়ান রেলওয়ের ফেয়ারলি প্লেসের অফিসে। দুপুরে টিফিনের বিরতি বা বিকেলের অবসরে চলে আসতেন রেডিয়োয়। যেখানেই যেতেন, আসর জমিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর এই গুণেই মোহিত হয়ে নৃপেনবাবু তাঁকে আহ্বান জানালেন। চাকরি ছেড়ে যোগ দিলেন রেডিয়োয় ১৯২৮ এর শেষের দিকে।

১৯২৯ এপ্রিল মাসে 'মেঘদৃত' ছদ্মনামে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ শুরু করলেন 'মহিলা মজলিশ'। ভগিনী নিবেদিতা, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, বিজ্ঞানের নানা

খবর, সাহিত্যে নারীদের স্থান, ইউরোপের নারীদের কথা... এমন নানা বিষয়ে আলোচনা হত সেখানে। দিন কয়েক পরে এই অনুষ্ঠানটি 'বিষ্ণুশর্মা' ছদ্মনামে প্রচার করতে শুরু করেন। অননুকরণীয় বাগ্মিতায় অল্প সময়ের মধ্যেই মহিলামহলে জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন বীরেন্দ্র।

ওই বছরেই সেপ্টেম্বরে পাক্ষিক পত্র হিসেবে প্রকাশিত হল বেতারকেন্দ্রের মুখপত্র 'বেতার জগৎ।' সম্পাদক ছিলেন প্রেমাঙ্কুর আতর্থী। পরে সেই দায়িত্ব পেলেন निनीकान्य अत्रकात् । अस्थापनात কাজেও বীরেন্দ্রর উৎসাহ ছিল অগাধ। সালটা ১৯৩৬। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম পক্ষের অনুষ্ঠানসমৃদ্ধ বেতার জগৎ বেরোনোর কথা ২৫ জানুয়ারি। ঠিক তার চার দিন আগে মারা গেলেন সম্রাট পঞ্চম জর্জ। বীরেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে কথা বলে নলিনীকান্ত ঠিক করলেন, সংখ্যাটি পঞ্চম জর্জ সংখ্যা রূপে প্রকাশ পাবে। বীরেন্দ্র ছুটলেন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে (এখনকার ন্যাশনাল লাইব্রেরি)। পঞ্চম জর্জ সম্পর্কিত দু'টি মোটা

প্রবন্ধ লিখে ফেললেন তিনি। নির্দিষ্ট দিনেই প্রকাশিত হয়েছিল সেই সংখ্যা।

১৯৩২-এর ভোরে প্রথম বার প্রচারিত হয় বেতারের কালজয়ী 'মহিষাসুরমর্দিনী।' তবে ১৯৩১ সালে 'বসন্তেশ্বরী' নামে প্রথম বার শোনা গিয়েছিল সেই অনুষ্ঠান, যেখানে বাণীকুমার শ্রীশ্রী চণ্ডীর কয়েকটি শ্লোক আবৃত্তি করেন। শ্রোতাদের কাছে বিশেষ ভাবে সমাদৃত হয় সেটি। তখনই সকলে একটি অনুষ্ঠান করলে কেমন হয়! সংস্কৃত রূপকের অন্তর্গত 'বীথী' নাট্য রচনাশৈলী অনুসরণে নতুন ভাবে 'মহিষাস্রমর্দিনী' করলেন कर्यकि गान সরযোজনা করেন পণ্ডিত হরিশচন্দ্র ও রাইচাঁদ আর অধিকাংশ গানে মল্লিক। গ্রন্থায় আগে থেকেই বেতারে প্রচারিত হচ্ছে ওই অনুষ্ঠানের কথা।

এর পর প্রঃ ২

শেরশাহের আমল থেকে শুরু হয় ভুপালপুর রাজবাড়ির দুর্গাপূজা

উত্তর দিনাজপুরঃ খুব বেশি দেরি নেই বাঙালির প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজার। এটি এমন একটি উৎসব যা প্রতিটি একত্রিত মানুষের রাগ-অভিমান-ঝগড়া-দুঃখ, ভেদাভেদ, জাতি বৈষম্য ভুলিয়ে দেয়। এই উৎসব শুধু বাঙালীর নয়, বাঙ্গালির নয় গোটা দেশের বিদে**শে**ও এমনকি আড়ম্বরেই দুরগাপুজায় গা ভাসায় প্রবাসীরা। আমাদের দেশে বনেদী বাড়ির দুর্গাপুজোয় রয়েছে কিছ বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এক এক বাড়িতে এক এক নিয়মে পূজিতা হন জগৎজননী মা দুর্গা। তেমনি অন্য ধরনের নিয়মে দেবী দূর্গার আরাধনা করা হয় উত্তর দিনাজপুরের ভূপালপুর রাজবাড়িতে ৷আজ থেকে চারশো

রাজবাড়ির পুজো। তারপর থেকে প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজার সময় উৎসবে মেতে ওঠে গোটা জমিদারবাড়ি সহ এই এলাকার

সবকিছু বেরঙীন হলেও এ বছর আবার জমিদারি আমেজে মহাসমারোহে পালিত হতে চলেছে ভপালপর রাজবাডির দর্গাপজো।

মুঘল সম্রাট শেরশাহের দুৰ্গাপুজো। জানা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় চৌধুরী রাজা ভূপাল রায়চৌধুরীর উদ্যোগে এই রাজবাড়ীতে দেবী আরাধনার সূচনা ঘটে। সম্পূর্ণ জমিদারি আভিজাত্যে নানান রকমের নিয়মনীতি মেনে প্রত্যেক বছর দেবী দুর্গার আরাধনায় মেতে ওঠে এই রাজবাড়ী শহর এলাকার



ভূপালপুর রাজবাড়ীর দুটি দৃশ্য

সমস্ত বাসিন্দারা। এখানে মহালয়ার দিন থেকে জোড়া মোষ ও পাঠা বলির মাধ্যমে শুরু হতো দেবীর আরাধনা, উৎসব চলতো একেবারে প্রতিমা বিসর্জন পর্যন্ত

কিন্তু যুগ বদলেছে,

এখন মহালয়ার দিন পিছিয়ে ষষ্ঠীর দিন হয় দেবীর বোধন। বন্ধ হয়ে গেছে বলি প্রথা, কিন্তু এখনো আগের মতই জাঁকজমকপূর্ণভাবে সমস্ত নিয়মনিষ্ঠা মেনে আরাধনা করা হয় মা দুর্গার। এমনকি দেবী মূর্তিও তৈরি করা হয় একেবারে ধাঁচে। অসুরের গায়ের রং হয় ঘন সবুজ এবং দেবী দুর্গার মাথার ওপরে অধিষ্ঠিত থাকেন ব্ৰহ্মা ,বিষ্ণু এবং মহেশ্বর।এবাড়ির পুজোর প্রাচীন

ইতিহাস সমন্ধে রাজবাড়ীর বর্তমান বংশধর অভিষেক রায় চৌধুরী 'আমাদের আদি বাড়ি ছিল ইটাহারের চূড়ামন এলাকায়। সেখানেই দেবী দুর্গার আরাধনা হত। মহানন্দা নদীর করাল গ্রাসে

নদীগর্ভে। তারপর সেখান থেকে চলে এসে দুর্গাপুরে নির্মিত হয় রাজপ্রাসাদ ও দেবী দূর্গার মন্দির। মহালয়ার দিন থেকে রাজবাড়ির পুজোকে কেন্দ্র করে যাত্রাপালা, থিয়েটার, সার্কাসের আসর বসত। পজোর কটাদিন এলাকার সর্বস্তরের হাজার হাজার মানুষের ভোজনের ব্যাবস্থাও থাকত। আমোদ প্রমোদে মেতে উঠতেন সকলেই।

কিন্তু বৰ্তমানে একটু মহালয়ার দিন থেকে বসেনা মেলা কিংবা আসর, বন্ধ হয়েছে বলীপ্রথাও। তবে রাজবাড়ির দূর্গাপূজা নিয়ে এখনও এলাকার মানুষের মধ্যে একটা আলাদা

ভূপালপুর রাজবাড়ির বিশেষত্ব রয়েছে, এদিন পুজোর ভোগ ও

ফল ফলাদি পুজোর পর ঠাকুর দালানের উঁচু জায়গায় বেঁধে রাখা হয়। এরপর গ্রামের বাসিন্দা ও পরিবারের লোকেরা যে যেভাবে যতটা ফল পেরে নিতে পারে সেটাই একটা খেলার মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ করা হয়।

গতবছর সমস্ত জায়গার মতই ফিকে হয়ে গেছিল এই রাজবাড়ির পুজোর পরিস্থিতি বর্তমানে রং কিন্তু স্বাভাবিক সবকিছ স্বাভাবিক থাকবে এই আশা রেখে এ বছর আবার নতুন করে মহাসমারোহে গতবছর একটু হলেও এবছর আবার ফিরে চলেছে রাজবাড়ীর

বেতারের প্রাণপুরুষ

আসে সেই যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আবেগকম্পিত কণ্ঠে একটু সুর জড়িয়ে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ বলে উঠলেন—''আশ্বিনের শারদ প্রাতে পঙ্কজ মল্লিক হাত নেড়ে ইশারায় জানিয়ে দিলেন, 'ঠিক আছে চালিয়ে যাও।' সেই হল শুরু... প্রথম কয়েক বছর এই অনুষ্ঠানের সঙ্গীত পরিচালনা করলেন যুগা ভাবে রাইচাঁদ বড়াল ও পঙ্কজ মল্লিক। পরে একক ভাবে পঙ্কজ মল্লিক। পরবর্তী কালে অনুষ্ঠানে কিছু পরিমার্জন, পরিবর্ধন করা হয়। গানের শিল্পীও তবে গ্রন্থনা ও আবৃত্তির অপরিবর্তিত।

১৯৭৬ –এ অবশ্য একটা জন্যই 'মহিষাসুরমর্দিনী'র হিসেবে শোনা গিয়েছিল দুর্গতিহারিণীম'। কলকাতা-বোম্বাইয়ের তারকাশিল্পীখচিত, বহু বায়ে নির্মিত এক অনুষ্ঠান। তবে বাঙালির ম্যাটিনি আইডল বেতারের আইডলের ধারেকাছেও আসতে পারেননি। সাধারণ মানুষের মনেও প্রবল ক্ষোভ। অগত্যা পরের বছর আবার চেনা অনুষ্ঠানেই প্রত্যাবর্তন। তবে দুঃখের বিষয়, এই ঘটনা সম্পর্কে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র ও পঙ্কজ মল্লিক, কেউই কিছু জানতেন না। বাণীকুমার তখন প্রয়াত। জানার পরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ আক্ষেপের সুরে ''ওরা আমায় এক বার জানাল না!"বেতার কেন্দ্রের বাইরেও তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ছডিয়ে পড়েছিল। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে, গ্রামোফোন রেকর্ডে, ছায়াছবিতে আর বিভিন্ন পত্ৰ-পত্ৰিকায় লেখালিখিতেও তিনি ছিলেন অনন্য বিস্ময়। পেশাদার রঙ্গমঞ্চে পরিচালক হিসেবে তাঁর প্রথম অভিষেক রঙমহলে 'অভিষেক' নাটকে (১৯৩৭)।

কলকাতায় ১৯৪৬-এ ওই বছর মঞ্চস্ত হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটক নামভূমিকায় অভিনয় করলেন কমল মিত্র আর প্রধান স্ত্রী চরিত্রে সরযূবালা দেবী। ১৯৫৮ সালে বীরেন ভদ্রের পরিচালনায় 'মায়ামুগ' নাটকে প্রথম বার মঞ্চে অভিনয় করলেন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কথায়, ''আমি মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি যেতাম। উনি আমাকে আকাশবাণীতে সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বীরেনদার

কী জানি, আমাকে দেখে ওঁর কী মনে হয়েছিল! বলেছিলেন, অভিনয়, বেতারে কণ্ঠস্বর মডিউলেশন সব কিছুই ওঁর কাছে শেখা। আমাকে বলতেন, নিজে মেকআপ করবে। কারও উপরে নির্ভর করে থাকবে না। অভিনয় জগতে চলতে হলে কার সঙ্গে কী ভাবে মিশতে হবে, সেটাও উনি বলে দিয়েছিলেন।" তবে বিশ্বজিতের আক্ষেপ. "উনি যখন মারা যান, কেউ আমাকে জানায়নি আমি তখন বম্বেতে কাজ করছি পরে খুব কেঁদেছিলাম।"

বেতারে 'রূপ ও রঙ্গ'র 'বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে নিজের কৌতুক-নকশা পরিবেশন বীরেন। 'বিরূপাক্ষের ঝঞাট', 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ' 'বিরূপাক্ষের অ্যাচিত উপদেশ বই আকারেও প্রকাশিত হয়েছে

জগতেও প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র । ১৯৪৩ সালে 'স্বামীর ঘর' নামে একটি ছবি পরিচালনা করেন। ছবিতে চিত্রনাট্যও লিখেছেন, (১৯৫৪, পরিচালনা হরি ভঞ্জ), 'সতীর দেহত্যাগ' (১৯৫৪, (১৯৫৮, নারায়ণ ঘোষ)। তাঁর নিজের লেখা দু'টি নাটক 'ব্ল্যাক আউট', '৪৯ আক্ষরিক

বেতারে

অর্থে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত করেছিলেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। কিন্তু বেতার কি তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দিতে পেরেছে? তখন স্টাফ ব্যবস্থা ছিল না। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সামান্য কয়েকটি টাকা নিয়ে অবসর নিলেন। রবীন্দ্র ভারতীতে বেতার-নাটক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিলেন কিছ দিন। শিল্পী রামকুমার চটোপাধ্যায়ের সঙ্গে জটি বেঁধে কলকাতা ও অন্যত্র শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাভারত বিষয়ে পাঠ-গান করতেন। সামান্য অর্থের বিনিময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতেন, এমনকি প্রতিমার

গর্ব আশির দশকের প্রথম থেকেই

তা লুপ্ত হওয়ার নানা উপসর্গ দেখা চটোপাধ্যায়ের সংবর্ধনা অনষ্ঠান বীরেন্দ্রকুষ্ণের পৌরোহিত্যে বক্তৃতায় সকলকে হতচকিত করে বলৈ উঠলেন, 'কে এই সঞ্জীব চাটুজে, একে তো চিনি না।' কিছু ক্ষণ পরে সংবর্ধনায় পাওয়া উপহার সামগ্রী যখন সঞ্জীববাবু মঞ্চেই দিলেন বীরেনবাবুর হাতে তখন সঞ্জীববাবুর হাত ধরে সে কী আকুল কান্না তাঁর! স্ত্রী মারা যাওয়ার সাতেকের মধ্যে শরীরের আরও অবনতি হয়। বীরেন্দ্র কন্যা সজাতাদেবী বলছিলেন, "তখন প্রায়ই বাবা বলতেন, তোমাদের মা অনেক দিন এই ঘরে আসেন না এক দিন ওকে আসতে বলো। ১৯৯১ সালের ৪ নভেম্বর তিনি অমৃতলোকে যাত্রা করেন।



Hazarduari Palace. Picture by Chitra Kumbhakar

istorical journey

Chitra Kumbhakar

am always very excited to visit historical places in India. Last year, during my summer holidays, my parents decided to visit Hazarduari palace which is located in Murshidabad, West Bengal.

historical This place is situated near the bank of the Ganga. It was built in the 19th century by Sayyid Mubarak Ali Khan II, popularly known as Humayun Jah (1810-1838). He was the Nawab of Bengal from 1824 to 1838 and succeeded by Mansur Ali Khan.

I spent a wonderful time visiting several historical sites in Murshidabad that includes the palaces, castles, mosques, temples, and the ancient remains of structures built during the reign of Nawab Siraj-Ud-Daulah.

The name of the palace is Hazarduari, which means "a palace with a

thousand doors". The interiors of the museum are magnificent with a high dome and chandeliers with 96 lamps.

The palace was earlier known as Bara Kothi and has been named so as the palace has in all 1,000 doors, of which 900 are false. They were built in that manner as if any intruder tried to do something wrong and escape, he would get confused between the false and real doors and then be caught by the Nawab's

The palace has now been

transformed into a museum which has a huge collections of paintings, furniture, antiques and the like. When we visited, only a few galleries were open. Galleries one and two are rich in tools like knives, guns, pistols. In gallery 3, there are paintings and objects of silver and gold and also a mirror in which we could see everyone but not

ourselves. In Gallery 7, the Durbar Hall is the main attraction. It also has a vaulted roof with the crystal chandelier hanging from the ceiling. It was presented to the Nawab by Queen Victoria. We have taken the help of a tourist guide to visit the entire Hazarduari palace. I must say the guide has a vast knowledge about this palace, as he explained us about each and every spots of Hazarduari in brief.

After visiting the entire palace, we moved out from there. We ate a lot of things there especially the famous sweet of Murshidabad, mihidana or Maheen Boondi.

It was absolutely delicious. And after taking rest for a few hours in a nearby hotel, we returned home. This is the most memorable historical journey in my life and I enjoyed it a lot, besides learning about many aspects of Bengal's history.

Nainital, a mythical lake town



lake in nainital(Picture by Aryadeb Mukhopadyay)

Aryadeb Mukhopadyay

Apparently built on the lines of Cumbrian Lake District by the British, Nainital is one of Uttarakhand's most astonishing and popular hill stations. With its majestic views, Nainital is set in a valley around an eye-shaped lake, where, according to legend, the Goddess Sati's eves had fallen.

Bustling markets with spectacular views of the hills essentially give Nainital a clear view to the upper reaches of the mighty Himalayas. With the scenic and bio-diverse Jim Corbett National Park just a two-hour drive from here, hordes of tourists tend to flock here at peak season which is generally between March-July each

A few kilometres from Nainital lies the other towns that have lakes as their centres. Bhimtal, Sattal and Naukuchiatal are charming little hill-towns built around tranquil lakes as well, and so this region is known as the Tal region. It offers generous opportunities for spending a holiday in serenity by the lake, visiting temples and also adventure.

One of the captivating characteristics of Nainital is the cable car which is an opportunity not to be forsaken. It provides an irreplaceable offer of catching a bird's eye view which is quite breathtaking, of Naini Lake and the entire Nainital hill station. A treat of refreshment and re-

laxation is offered when you glide with the air over such an unblemished landscape.

Drop in for a spot of the stargazing at the Aryabhatta Research Institute of Observational Science where you are welcomed to a different world and lose yourself among the stars and beyond as you delve deep into the majestic unknown of the universe and its underlying mys-

Before wrapping up your journey, do visit the famous temple of Lord Hanuman, who is a much celebrated image of unwavering devotion himself, being one of the greatest worshippers of Lord Ram, perched at an altitude of 6,400 feet above sea

Every girl child is the face of Durga

Shuvanwita Dey

The state of development of a society can be judged from the status a woman occupies in it. A woman performs a number of roles both in a family and outside (in her career). Since ancient times. Hinduism is known to have the strongest presence of the divine feminine among major world religions.

One of India's most auspicious festivals, Durga Puja, celebrates the triumph of good over the evil. It is meant to honour the 'goddess of power', Durga.

The word 'Durga' refers to one who is indomitable and has the power to fight all the sufferings and miseries of human race. The festival occurs in the Hindu month of Ashwin from the first to the tenth day of the month. Basically, the most attractive days of the festival starts from Saptami and ends with Dashami. The prowess of Durga is depicted with her THERE IS MAA DURGA HIDDEN IN EVERY GIRL 🤎



ten hands holding different weapons and symbolizing various 'shakti' or power that human possess. A woman is often referred to have taken the form of Durga when she is at her best spirit to fight against the evil.Durga, the unassailable, is one of the most impressive and formidable warrior goddesses.

Her story is the victory of good over evil.

As Mahishasurmardini, she slays the buffalo demon who threatens the stability of the world. She is also the Divine Mother protecting all from evil and misery.

The history of women in India has been eventful and seen a vast change in perception over several decades. Before Independence, women in India were ill-treated by men. They

were made to stay within the four walls of the house and not at all respected. The only 'job' of women at that time was to take care of the family and give birth. Evil practices like Sati, child marriage, female infanticide and witchhunts, among others, were

inflicted upon them. Today, a country like India where Durga is worshipped and women form the backbone of the society, is still fighting the societal demons of crimes against women like rape, infanticide and female foetocide, dowry and child marriage. We worship our goddesses but tend to forget to respect the spirit of those deities in our girls and our women.

The Goddess Durga represents a great leader too, which most of us may have heard, but not known how to apply in real life. She is not submissive and takes the battle to the males. Now women in India are powerful, righteous, and courageous.

Modern India now has successful women participation in areas of education, sports, politics, media, art and culture, business, science and technology.

Women like Mother Teresa, Indira Gandhi, Bachendri Pal, Sarojini Naidu and many more have inspired thousands of girls to walk on the road less travelled and leave a trail behind

Durga puja during pandemic



Shreya Saha

Durga Puja is here. Considering the threat of a possible third wave of the Covid-19 pandemic, Durga Puja festivities will be a low-key affair in West Bengal this year too as Calcutta High Court has ordered that pandals in the state turned into 'containment zones' and no visitors will be allowed to enter

For small pandals, barricades will have to be put up five metres from the entrance, while for the bigger ones, the distance has to be 10 metres, the court ordered.A similar order

was issued by the High Court last year as well. All the restrictions imposed by the court last year will remain the same. Meanwhile, the West Bengal government has extended the Covid restrictions and night curfew till October 30. However, in view of the Durga Puja celebrations, restriction on the movement of people, including the movement of vehicles, between 11pm and 5am has been relaxed between October 10 to October 20, 2021 except for health services, law and order, essential services and other

emergency purposes. The forum of puja

organisers has proposed a set of guidelines, which needs to be followed during the pandemic. "This year all puja organisers, artisans, priests and drummers should be vaccinated," said Saswata Basu, general secretary of

Forum for Durgotsab. organisers also urged to scale down their spending on the pandals, lighting, idols and other paraphernalia, and instead use the funds for public service. The pandal should be kept as simple and open as possible with minimum interior work, so that citizens may see the pandal, decoration and idol from outside.

Further, the state also stressed the need for wearing of face masks and maintaining physical distancing and other health and hygiene protocols at all times.

Other Covid-19 restrictions, such as maintaining social distance during Durga Puja, wearing masks and sanitisation, will also be followed. Just like last year, no sliced fruits will be offered to the idol. Instead, only whole fruits will be offered.

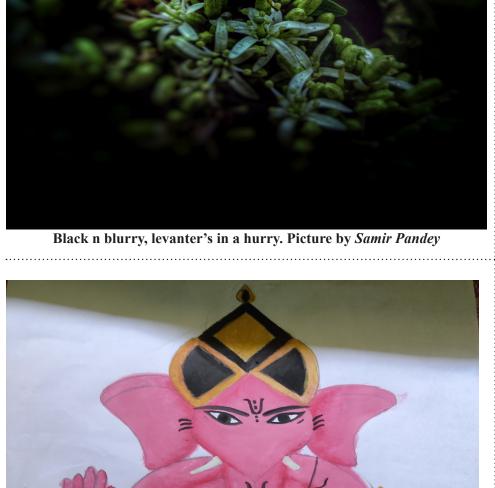


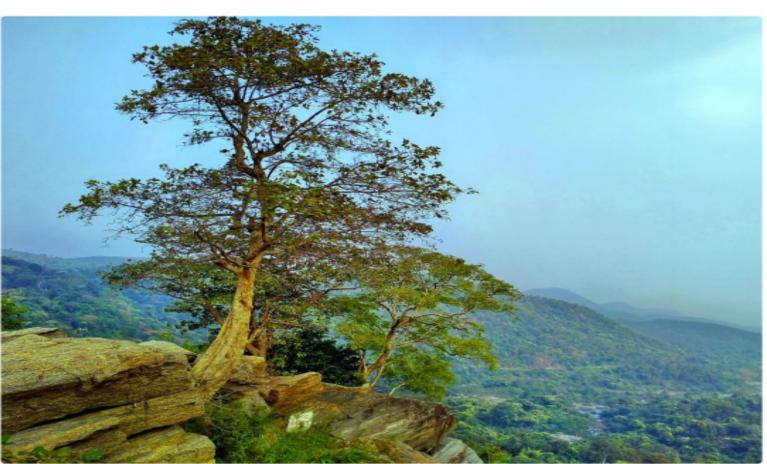
Festive fare. Picture by Debkanta Banerjee



The homecoming. Picture by Soumik Dey







Puja vacations mean travel to new destinations. Picture by Rupa Kanri



The awakening. Picture by Shampa Dey

Recipe - Chocolate modak

Ganesh comes home. Painting by Saheli Ghosh

cuit ,1 packet dairy milk or any

compound chocolate ,1cup milk

, 1cup desiccated coconut , and

2 table spoon ghee/any unfla-

voured oil/butter, hand full al-

mond/cashew.



Nitu Das

Hello everyone today I am making chocolate modak in just 10 minutes:

Ingredients:- 2 packet oreo bis-

First of all separate the oreo biscuit and it's cream in two bowl. Now grind the biscuit and make a biscuit powder. Then in the biscuit powder add milk and make dough.

Now I am move to the modak staffing, first in a pan add ghee/oil /butter let it warm up properly and then add desiccated coconut and almond mix until it light brown colour meanwhile I melt the dairy milk or any compound chocolate. Now simply mix the melted chocolate into the coconut pan and the separated biscuit cream also mix everything together. Now time to assembling everything if you have any modak mould then sim-

ply add a little portion from that biscuit dough put in to the modak mould press

and make a hole centre of the modak now put into the chocolate coconut mixer and close the modak with help of little biscuit dough

If you don't have any modak mould then simply get a little portion from the biscuit dough put into your palm make a round ball simply make a hole and put into the chocolate and coconut mixer and get shape like modak/round or any other as you like to shape it.

Now your delicious chocolate modak are ready to eat please try this in your home, I am sure you will like this recipe.

A precious relationship

Sandipta Ghosh

He protects her like a father She cares for him like a mother

mother
They are like two branches of
a tree with a single root
They fight like Tom and Jerry
But they are best friends too!
They are each other's

strength
They show they don't care
for each other but they care
the most

They can't look identical but their habits are the same They can stay miles away but their hearts are close to each other

They can fight with the world for each other



They can fight with each other too.
They tease each other like old friends
But they share a sweet-and-sour relationship
They share bond of unconditional love
Theirs is the love of a brother and sister.

প্রিয় আকাণ

मिंडेलि घन्डल

প্রিয় আকাশ,
জানি চিঠিটা পাওয়ার পর হয়তো খুব
অবাক হুবাঅনেক দিন কেউ তোমার
খোঁজে নেয়নি কিনা চিঠি লিখে৷ কত
যুগ পেরিয়ে পেছে, তাই না? তুমি
বড় একা,ডাই না! তুমি কি ফ্লান্ড হুয়ে
পড়েছা? আকাশ, ভালো আছ তো?
পৃথিবীর দব খবর তোমার কাছে
গিয়ে পৌঁছায়? দব কিছু কেমন বদলে
গেছে৷ আজ আর কেউ তোমার দাখে
নিজের মনখারাপ ভাগ করে নেয় না, না৷
কোনও কিলোরী আর রাত জেগে তোমার

গায়ে তারাদের খেলা দেখে না,না। কোনও প্রেমিক তোমার দিকে তার্কিয়ে চোখ মোছে না,না। সবার এখন বড্ড তাড়া,আকাণ, কেউ এখন থেমে থাকে না। সবাই গুপু ছুটছে। ছুটতে-ছুটতে তোমায় ফুঁয়ে ফেলতে চাইছে।তোমার সব রহুস্ট ভেদ করে ফেলতে চাইছে। কিন্তু তার জন্য যে সবাই তোমাকেই ভুলে যাছে !

जन किंहु रे यथन नपलाएइ,

তখন তুমি একভাবৈ থেমে কেন? কিনের

অমিই বা কেন বদলালাম না,বল তো? শতাব্দীর পর শতাব্দী আমি তোমার খ্রোঁজ নিই কেন? কখনও অফ্টাদশ শতাব্দীর কিশোরী হয়ে তোমার সাথে গল্প করেছি, কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর বালিকা হয়ে তোমার দিকে অবাক কৌতুহুলে তার্কিয়ে থেকেছি। তারও অনেক-অনেক আগে পৃথিবীর প্রথম যে মানবী তোমার দিকে মেহের দৃষ্টিতে তার্কিয়েছিল সেও যে আর্মিই। আর এই একবিংশ শতাব্দীতে 'পাগল' তকমা মাথায় নিয়েও তোমায় এই চিঠি লিখছি।

দায় (তামার? সবাই যখন (ছড়ে যায়, তুমি থেকে যাও কেন? তুমি এত লক্ষ

लेक्क वष्ट्रत धरत तर्य (शल (कन? जान

না যারা থেকে যায়,তাদের দাম কমে

যায়? তাই তো তোমার খোঁজ নেওয়ার

প্রয়োজনটুকু কারোর মলে হয়না।

(শালো আকাশ আমি জানি সবার অবজ্ঞা নিয়েও জুমি থেকে গেছো কারণ জুমি জালো যে অস্তত একজন (তামার শোঁজ নেবেই।আমার জন্যই (তামার থেমে থাকা,জুমি যে আমার বন্ধু আকাশ, সাত্যিকারের বন্ধু। ভালো থেকো।

Can the Indian football team qualify for the World Cup by 2030?

Rahul Mondal

We all know about the cricket craze in India and how Indians are obsessed with the game. However, football also has a huge following in India. In fact, Indians are obsessed with football. Bengal and Kerala were the most common places to see this craze. For football fans, there is always one question on their minds. When is India going to participate in the World Cup? In terms of Indian football participation at the Fifa World cup, India's record is not that good, but there is still hope. India's future in FIFA is a burning question. Will they be represented? We will try to

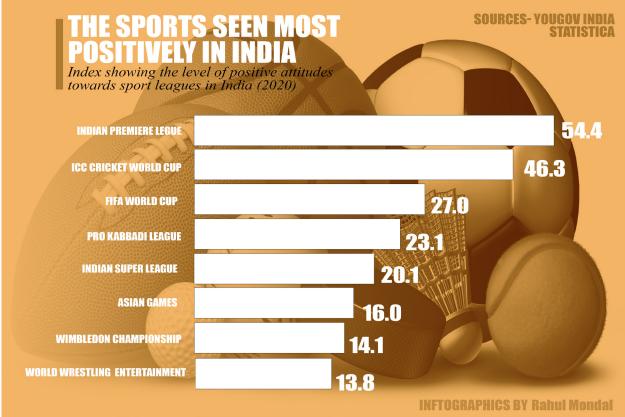
Do Indians really love football? There is a real doubt about the number of people who watch football in India. If there is a real love for football in India, then why is it still underrated? Why is it not generating the revenue that it deserves? We all know about the UEFA (Union of European Football Associations) Euro championship. Sony Sports Network, the official broadcaster of Euro 2020, reports that 37 million football fans watched the first 21 matches. And these are viewers who were actively watching. In 2017, FIFA U-17 opened with 4.7 million TV viewers and dropped to

1.3 million by the 10th of round. India was third in October. The event still had 3.8 million viewers in total. Over 28.3% of viewers who watched FIFA stayed and watched ISL matches as well. It has changed dramatically. And if you assume that men who watch football leagues capture a larger percentage, you're wrong. The statistics data on viewers shows that men in the age group of 18-24 make up 41 percent and women in the age group of 25-34 make up 38 percent.

Clearly, India has a good amount of viewers; the question is how the Indian team performs. Well, it's improving, which indicates that India might qualify for FIFA's qualification

the qualification matches in the previous year, after Qatar and Oman, but their winning to losing ratio was poor, but it was better than their previous FIFA performances. In the Asian leg of the World Cup Qualifiers for 2022, India held Asian Champions Qatar to a 0-0 draw at home that too on their home field. In the past years, Qatar has not been defeated or held back from drawing, with India being the first to do so at home.

Is there any chance that India can participate in FIFA if India hosts it? The country has hosted Cricket World Cups, the Indian Premier League, and the



Indian Super League but no FIFA World Cup. Many factors contributed to that. Before assigning a country to host the world cup, FIFA looks at all aspects. Infrastructure, facilities, player and staff accommodations, revenue generation, and traveling facilities are all included. The fact that ISL matches are hosted in India suggests that infrastructure, accommodations for staffs, and travel facilities aren't an issue. In light of the fact that FIFA is offering the chance for Qatar to host the 2022 World Cup, there is pretty much a

good chance that India will As an example, ISL does host one eventually when it again switches to Asia. Football viewership in India may not be very steady. FIFA's visit will serve as an encouragement, however. It turns out that the Indian sports administration will look at every aspect, including whether the country is economically stable enough to handle the risk of earning revenue over expenses.

Ever so often, the question of viewership and engagement of audience arises. So why do football audiences engage so little? not have any promotion or relegation policy, a policy that is very much present in all other football-playing nations. As a result, the sense of competition is not created, and audiences lose the sense of enthusiasm and fan following. "In Mizoram alone, there are tons of talented children, but they don't get the right exposure and that's why we are failing to recognize them," says Uttam Singh, a state-level player.

In order for our Indian football team to gain international recognition hoping for the best.

and represent themselves at the world cup, we have

When sports brought the world together

Arghyadeep Roy

Sport for years has brought people together all around the globe and sport has the potential to unite people. Actually, there's no denying the fact that sports have a huge aspect of culture. Although it's a fierce rivalry, the Olympic Games or showing of sportsmanship, sports can solve any kind of dispute, provide universal inspiration and deliver entertainment for a small moment in time.

Sports have positively contributed to the society in many ways. Examples such as after the 9/11 blast , showing solidarity and resolve the thing when the unthinkable happens at a sporting event, with the Boston Marathon. There are many different athletes, soccer and basketball. Also tennis, boxing events that transformed the world. Let's take a look at how sports bring the entire



world together.

Major league baseball's tribute to the heroes during 9/11 terror attack:

The 9/11 incident (the deadliest terrorist attack in world history) left the US in deep mourning as it resulted in nearly 3,000 deaths, and more than 25,000 injuries. One of

first MLB games after the 9/11 attacks took place on September 21 between The New York Mets and Atlanta Braves in New York city. The Mets won the game.

Mattew Webb swims across

Mattew Webb, also known 3 . Modern-day Olympic as British Captain, in 1875

became the first person to swim the English Channel. He was also known for water stunts. The whole world wanted a piece of the captain. This made him a celebrity and he performed many stunts in

Started around 773 BC, the Olympic Games have become modern. After 1500 years, the Olympic Games were officially reborn in 1896 and commenced around 12 countries. At Athens, Greece, the Games were filled with nearly 350 athletes in 43 or 45 events that included wrestling, track and field, gymnastics and many more. Nearly 60,000 people ভারতীয় ক্রীড়া ঐতিহ্যে ফুটবল spirit of sport took hold and নাঙালিদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে billions around the world

4. The FIFA World Cup:

watched the Games.

The world's biggest sporting ১৯১১ সালে মোহনবাগান অ্যাথলেটিক brings together from differ- জাতীয়তাবাদী আন্দোলন কে উজ্জীবিত ent countries and fans from করেছিল। ২৯ সে জুলাই একাধিক all around the world, every দর্শক এর উপস্থিতি তে মোহনবাগান people watch the FIFA World final was viewed globally by 1.12 billion people.

সব খেলার সেরা বাঙালির



সুপ্রতিক রায়

gathered for the opening cer- থেলার সচনা হয়েছিল ব্রিটিস সৈনা emony, but the international বাহিনীর হাত ধরে, যা পরবর্তীকালে :অতঃপর ভাবে জড়িয়ে আছে, তিনি ভাবতীয় ফটবলেব পিতা কপে খ্যাত।

event, The FIFA World Cup, ্রুরাব আই,এফ.এ শিল্ড জয় করে four years continuously since শৈলের ১১ জন খেলোয়াড় খালি পায়ে 1930. More than 3 billion খেলে ইস্ট ইয়ৰ্ক দলকে ২ - ১ গোল ্র পরাজিত করে। এই ঐতিহাসিক জয় ইংরেজদের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী Cup. The 2018 World Cup আন্দোলনে এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। বাঙালিদের কাছে ফুটবল

রক্তে মিশে গেছে। বাঙালির ফুটবল ইতিহাসে ইস্ট বেঙ্গল ও মোহনবাগান দুই প্রধানের প্রতিদ্বন্ধিতা ১০০ বছরের এশিয়ান ফুটবলের সর্বশ্রেষ্ট ডার্বি হিসেবে বিবেচনা করা হয় শুধু তাই নয় বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডার্বি গুলির মধ্যে এটি অন্যতম। সর্বপ্রথম এই দুই ঐতিহাসিক দল মুখোমুখি হয়েছিলো ১৯২১ সালের কাপ সেমি ফাইনালে কোচবিহার তারপর দিয়ে লাল হলুদ বনাম সবুজ মেরুন যুদ্ধ একই উত্তেজনায় বর্তমান।

ভারতীয় ফুটবলের স্বর্ণ যুগ এসেছিল ১৯৮৫ সাউথ এশিয়ান গেমস এ সর্ণ পদক ও পরবর্তীতে আবার ১৯৮৭ সালে নেপাল কে হারিয়ে দ্বিতীয় বার সাউথ এশিয়ান গেমস এ সর্ন পদক জয়ের মধ্যে দিয়ে এছাডাও স্যাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ৭ বার জিতে এই

to be patient. There are many things that need to be changed, as discussed previously. The Indian team is changing and improving drastically, and we are aware of the victories they are achieving at the local and international levels. Supporting and encouraging them is the one thing we have to do, by sharing love and showing our support for them. As football fans, we will never stop supporting them. Keeping an optimistic attitude and

সাম্প্রতিক কালে বিশ্ব ফুটবল দরবারে চতুর্থ সর্বোচ্চ সক্রিয় গোল স্কোরার ভারতবর্মের সনীল ছেত্রি। বয়সভিত্তিক দল অংশগ্রহণ করলেও প্রথম দলের পক্ষে বিশ্বকাপ খেলার স্বপ্ন টা এখনো লাগেনা, হয়তো পরবর্তীকালে আমরা ভারতবর্ষ তথা ইন্ডিয়াকে বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করে এই প্রতিযোগিতায়

যবভারতী স্টেডিয়াম হিসেবে গণ্য করা হতো. এই সৌডিয়ায়ে ১৯৯৭ সালে ফেডাবেশন কাপ সেমি ফাইনালে ১৩১,৭৪১ জন দর্শকের উপস্থিতিতে একটি ম্যাচ অনষ্ঠিত করা হয়েছিল যা ভারতীয় খেলার ইতিহাস এ সর্বাধিক। এই স্টেডিয়াম সাক্ষী হয়েছে ম্যারাডোনা, পেলে, মেসি, রোনালদিনহোর সহ আরো অনেক ফুটবল মহারথীদের।

স্বাধীনতা লাভের পর ফুটবলের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যায় ক্রিকেট। বাঙালিদের মধ্যে ফটবল এর চলটা একই রকম থাকলেও ভারতবাসীর মনে ক্রিকেট এর প্রতি উন্মাদনা বাড়তে থাকে যার ফলে ফুটবলের প্রতি চাহিদাটা কোথায় একটা থমকে যায়।

Ranbir Kapoor's new look in movie Shamshera released on his birthday

anbir Kapoor turned 39 on September 28. And on Tuesday, the first look of the movie Shamshera was released on the occasion of the actor's birthday. Ranbir was seen in a completely different incarnation.

Long curly hair, fixed vision in the eyes, rough mood is evident in the expression. It is difficult to recognize at a glance that this man is Ranbir Kapoor.

The movie was supposed to be released this year. But it has been delayed due to the pandemic situation. The producers have announced that Shamshera is going to be released on March 18,

The story of this movie unfolds in the con-



text of 1800. It is about a band of robbers, who were forced to fight against Sanjay Dutt are starring

Vaani Kapoor and the British to snatch their in this movie with Ranbir

Kapoor. The movie is directed by Karan Malhotra, who had earlier directed Agneepath. Ranbir Kapoor

was last seen on screen in 2018 in Sanjay Dutt's biopic Sanju, directed by Rajkumar Hirani.

Debojyoti Mishra honoured on foreign stage



Moupiya Maity

Music composer Debojyoti Mishra was recently honoured abroad. He won the best music composer award at the 20th 'Imagine India Film Festival' in Madrid for giving the score of the song in the film Bansuri: The flute.

The nominees for this award were Taras Dron for 'Blind Fold' and Ismail Munsif for

"It is a great honor for all of us who have worked in Bansuri: the flute. We don't work for rewards, but if anyone gets respect for that work then it's for the whole team. I thank the filmmaker, Hari Viswanath. He wanted me to score the music in Bansuri: the flute. I am grateful to everyone. I am grateful for the melodious contribution of music

artist Papon and Anwesha Das Gupta. I am also grateful to my wife Jonaki, who listens to every song of mine and gives valuable advice. This is truly a proud moment for Indian cinema," Mishra said.

Viswanath, Anurag Kashyap, Rituparna Sengupta, German cinematographer Gregorz Hartfiel and many others associated with this film feel that it is a great honour.